দৈনিক
ইনকিলাব

14 JAN 2007
পৃঃ কলাম

ভর্তি মিডিয়াগুলোর প্রতারণা

বাকৃবির ভর্তি পরীক্ষায় ২ শতাধিক পরীক্ষার্থী অংশ নিতে পারেনি

বাকৃবি সংবাদদাতা

গতকাল (শনিবার) বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের অনার্স প্রথম বর্ষের (লেভেল-১, সেমিস্টার-১) ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। সকাল ১০টায় ভর্তি পরীক্ষা শুরু হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. মোঃ মোশাররফ হোসেন মিয়া একদল সাংবাদিকদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষার ১১-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

ভর্তি মিডিয়াগুলোর ১১-এর পৃষ্ঠার পর

হল পরিদর্শন করেন। ভর্তি পরীক্ষায় উপস্থিতির হার ছিল ৯০ শতাংশের উপরে। এদিকে ভর্তি পরীক্ষা দিতে এসে অনেক শিক্ষার্থীকে চোখে পানি নিয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। এবারের ভর্তি পরীক্ষায় সর্বনিম্ন যোগ্যতা ছিল এসএসসি ও এইচএসসি মিলে চতুর্থ বিষয় ব্যতীত জিপিএ ৭.৩৪। কিন্তু এর চেয়ে বেশী জিপিএ থাকা সত্ত্বেও প্রায় দুই শতাধিক মেধাবী শিক্ষার্থী দেশের কিছু ভর্তি মিডিয়ার প্রতারণার কারণে এবারের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী বায়জুজ্জামান মামুন (সাভার), রায়হান রাকিব (কুমিল্লা) এবং ফারহানা রবি (দিনাজপুর) ইনকিলাবকে জানান, তারা যথাক্রমে ঢাকার ফার্মগেটের ইউনিকোয়েস্ট, কুমিল্লার প্রায়োরিটি এবং দিনাজপুরের ফোকাস (প্রধান কার্যালয় ফার্মগেট) থেকে উচ্চমূল্যে ফরম ক্রয় করে। তাদের নিকট যথা সময়ে প্রবেশপত্র না যাওয়ায় এবং ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার যোগ্যতা থাকায় বাকৃবি ক্যাম্পাসে এসে ডুপ্লিকেট উঠাতে গেলে তারা জানতে পারেন তাদের নামে কোন ভর্তি ফরম জমা পড়েনি। পরে তাদেরকে চোখে পানি নিয়ে পরীক্ষা না দিয়ে ফিরে যেতে দেখা গেছে। এদিকে সরেজমিন ঘুরে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে অনেক শিক্ষার্থীকেই ডুকরে কাঁদতে দেখা গেছে। এ ব্যাপারে ভর্তি কমিটির সদস্য এবং ডুপ্লিকেট প্রবেশপত্র প্রদানকারী ডঃ মোঃ আলি আশরাফ বলেন, তাদের কিছুই করার নেই। তবে সর্বমহল এসব মিডিয়ার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে সরকারের নিকট আহ্বান জানান।